অচলবাসিনী।

শ্রীললিতমোহন ঘোষ

কর্ত্তৃক

বিরচিত।

(সাওড়াফুলি ।)

যথা তিরশ্চীনমলাতশল্যং
প্রত্যুপ্তমন্তঃ সবিষশ্চ দংশঃ।
তথৈব তীব্রো হৃদি শোকশঙ্কু
র্মর্মাণি কৃন্তন্নপি কিং ন সোঢঃ।

উত্তরচরিত।

চুঁচুড়া।
সাধারণী যন্ত্রে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮১।
১৮৭৫।

মূল্য ।৵০ আনা।

অচলবাসিনী।

শ্রীললিতমোহন ঘোষ

কর্ত্তৃক

বিরচিত।
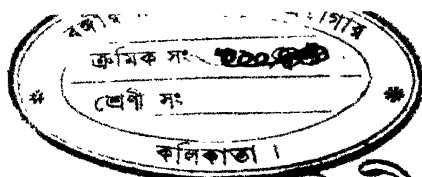
(সাওড়াফুলি।)

যথা তিরশ্চীনমলাতশল্যং
প্রত্যুপ্তমন্তঃ সবিষশ্চ দংশঃ।
তথৈব তীব্রো হৃদি শোকশঙ্কু
মর্ম্মাণি কৃন্তন্নপি কিং ন সোঢ়ঃ।

উত্তরচরিত।

চুঁচুড়া।
সাধারণী যন্ত্রে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮১।
1875।

বিজ্ঞাপন।

বাল্যকাল হইতে পদ্যময় রচনা করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা। পারি আর নাই পারি, কিন্তু ঐরূপ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইলেও মন যৎপরোনাস্তি তৃপ্তিলাভ করে। কোন কারণ বশতঃ মন বিচলিত বা ক্লেশ সন্তপ্ত হইলে, উক্ত রূপ উদ্যম দ্বারা তাহার প্রফুল্লতা সংসাধন করিয়া থাকি। প্রায় তিন বৎসর হইল আমি এই উদ্যমের বশীভূত হইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছি। রচনা কালে এক বারও মনে করি নাই, যে ইহা মুদ্রাঙ্কিত হইবে, সুতরাং সেই কাল অবধি ইহা হতযত্নে পড়িয়াছিল। সম্প্রতি কয়েকজন সদাশয় আত্মীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে দেখানতে, তাঁহারা ইহা প্রচারিত করিতে সম্পূর্ণরূপ উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁহাদিগের উৎসাহ বাক্যে নির্ভর করিয়াই অচল-বাসিনী মুদ্রাঙ্কিত হইল। এক্ষণে সহৃদয় মহোদয়-গণ ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র সন্তোষ লাভ করিলে, নব লেখক আপনার শ্রম সার্থক জ্ঞান করে।

১২৮১ সাল
২৬এ ফাল্গুন

শ্রীললিতমোহন ঘোষ।
সাওড়াফুলি।

মঙ্গলাচরণ।

অয়ি মাতঃ সরস্বতি! কমল-আসনে!
করুণাকটাক্ষে দাসে চাহ একবার;
চিরদিন এই দীন অকিঞ্চন তব
সেবিছে চরণ এক মনে, কিন্তু হায়!
অদৃষ্টের গুণে তব প্রসাদে বঞ্চিত
একেবারে; করেছি কি পুণ্য? যার বলে
পাইব চরণরাঙ্গা মানবদুর্লভ।

কে পারে করিতে তব স্বরূপ বর্ণন,
তবে যদি জলনিধি হয় মস্যাধার,
ভূধর—লেখনী, নভ—পত্র, গণপতি—
লেখক, তবু গো নাহি হয় তার শেষ।
শ্বেতশতদল পরে কোকনদপ্রায়
শোভিছে ভূগোল পদ; বৃত্ত আদি রেখা—
মানব নির্ম্মিত ভূষা শোভিতেছে তায়।
মাগো! তব নিষ্কলঙ্ক শ্বেতবক্ষে শোভে
কাব্য পয়োধরদ্বয়, তদুপরি কিবা
প্রভা পায় নানা রত্নময় অলঙ্কার;
করিয়াছে পয়োপান তাহাতে যেজন,

সেই জন ধন্য এই অবনি-মণ্ডলে।
মৃণাল ভুজেতে কিবা শোভিতেছে বীণা,
কণ্ঠে ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী;
ব্যাকরণ জিহ্বা; রসায়ন ঘ্রাণেন্দ্রিয়;
জ্যোতিষ নয়ন; শ্রুতি শ্রুতি; আহা মরি,
কুটিল নিবিড় কেশ সুশীলতা শিরে।
জগত-জননি! তব অবোধ সন্তান
লভিতে প্রসাদ তব এই কাব্যময়
রচিয়াছে নূতন কুসুম-মালা, ধর।
এই ভিক্ষা করে এই দীন অকিঞ্চন।

অচলবাসিনী।

প্রথম সর্গ।

ও কি জ্বলে?

ভারতেরে দ্বিধা করে, যেই মহামহীধরে
পশি ভারতের মধ্যদেশ।
অলক্ষ্য প্রাচীর প্রায়, দূরে থাকি দেখা যায়,
ব্যাপি পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশ॥
থাকিয়া যাহার কায়, শরীরের স্বেদ প্রায়,
শত শৃঙ্গ করিয়া আহত।
শত শত স্রোতস্বতী, হয়ে অতি বেগবতী,
অবিরত হতেছে নির্গত॥
যাহার অত্যুচ্চ শির, ভেদিয়া নীরদ নীর,
করেছে গগণ পরশন।
গুরুর (১) আদেশ ভরে, কলেবর ধরাপরে,
করে যেন দেবের শাসন॥
যাহার শরীর পরে, শোভা করে থরে থরে,
বিবিধ দারুণ তরুচয়।

---

(১) অগস্ত্য মুনি।

দেখে মনে লাগে ভয়, বিষময় বিষধর,
হরি (২), করি, হরিণ-আলয় ॥
সেই বিন্ধ্য গিরিশেষে, বেহার দক্ষিণদেশে,
বেষ্ঠিত প্রবল শোণচরে (৩)।
কঠিন পাষাণময়, রোটাস নামেতে রয়,
দুর্গ এক দুর্গম শিখরে ॥
এক দিন দিনকর, ক্ষীণ করি নিজ কর,
ধীরে ধীরে অস্তাচলে চলে।
শান্তভাবে ধ্বান্ত রাশি, ক্রমে আবরিল আসি,
প্রকৃতির বদন কমলে ॥
ফুটিল তারকামালা, যেন মণিময় মালা,
শত মণি জ্বলিল শিখরে।
তার প্রতিবিম্ব জ্বলে, তটিনী নির্ম্মল জলে,
খদ্যোত খেলিছে তরূপরে ॥
ফুটিল কুসুম কুল, সুরভিতে চিতাকুল,
আঁধারে প্রকাশে চারুহাস।
যেন তারা দিনকরে, চারি দিকে রঙ্গ ক'রে,
করিতেছে কত উপহাস ॥

---

(২) সিংহ।

(৩) শোণনদের দুইটী উপনদী রোটাস্ দুর্গের দুই দিকে প্রবাহিত হয়।

স্বভাব-স্বভাব স্থির ; হেনকালে এক বীর,
শিরে কিবা শোভে শিরস্ত্রাণ।
প্রশস্ত ললাট তাঁর, বদনেতে শ্মশ্রুভার,
করে চর্ম্ম প্রখর কৃপাণ॥
উন্নত আয়ত কায়, বরণ কাঞ্চন প্রায়,
রাজপরিচ্ছদ অঙ্গে বটে।
একাকী নীরবে বীর, অন্তরে অটল ধীর,
চলিলেন তটিনীর তটে॥
তটিনীর তটে চারু, শোভিত বিবিধ দারু,
ছিল রুদ্রদেবের মন্দির।
হয়ে তথা উপনীত, করি দ্বার উদ্ঘাটিত,
পূজাসনে বসিলেন বীর॥
পূজা শেষ করি তবে, স্মরণ করিয়া ভবে,
বাহির হলেন মতিমান।
করিলেন দরশন, আলো ক'রে আছে বন,
ও কি জ্বলে অনল সমান?
বিজন বিপিন মাঝে, আঁধারেতে কে বিরাজে,
বুঝিতে কিছুই নাহি পারি।
মনে মম এই ঘটে, দেবতা গন্ধর্ব্ব বটে,
কিম্বা যোগী ঋষি ব্রহ্মচারী॥

যে হোক সে হোক ফলে, যেতে হলো ওই স্থলে,
কিবা জ্বলে দেখিব নয়নে।
এত ভাবি তথা গিয়া, দেখিলেন নিরখিয়া,
অনল জ্বলিছে সে কাননে ॥
কুসুম কাননে শোভা, রমণীর মনোলোভা,
ফুটিয়াছে নানাবিধ ফুল।
তাহার মাঝেতে বসি, জিনি শরতের শশী,
কেলি করে কামিনীর কুল ॥
আহা কি রূপের ছটা, জলদে বিজলি ঘটা,
যামিনীতে কাননে সেরূপ।
চাঁদেরে বেড়িলে তারা, সেইরূপ আছে তারা,
বেড়ি এক নারী অপরূপ ॥
করে প্রেমময় গান, মরি কি ললিত তান,
একেবারে প্রাণ কাড়ি লয়।
বীণাযন্ত্রে দেয় সুর, মন্ত্র মুগ্ধ সুর-পুর,
মৃদঙ্গে দিতেছে কেহ লয় ॥
বিপক্ষে দেখিলে মণি, অথবা কাঞ্চন খনি,
আনন্দ সঞ্চার যথা মনে।
সেইরূপ তাঁর চিত, অতিশয় হরষিত,
পশিলেন কুসুম কাননে ॥

কিন্তু সেইক্ষণে শুন, নিভাইল সে আগুন,
চারিদিক আঁধারে পূরিল।
থামিল সঙ্গীত রব, নীরব রমণী সব,
ছুটাছুটি উঠিয়া চলিল॥
অবাক্ হইল বীর, ক্ষণেক থাকিয়া স্থির,
মনে ভাবে একি দেখি আজি।
হইল কি স্বপ্নযোগ, অথবা বিভ্রম রোগ,
অথবা হইবে ভোজবাজি॥
এইরূপ ভাবি মনে, নানা মত অন্বেষণে,
যামিনী-কামিনী হলো শেষ।
প্রভাত মলয় বায়, পরশ করিল কায়,
মনে কিন্তু বিষাদ অশেষ॥
ক্লান্ত হলো কলেবর, না গেল আপন ঘর,
শুষ্ক প্রায় বদন কমল।
বসিল তরুর তলে, অনলের সম জ্বলে,
মনে সেই রমণী সকল॥
পূর্ব্বদিকে দিনপতি, মৃদুকর মন্দগতি
করি নিশি তামসী নাশন।
ভূধর শিখরে উঠে, সহস্র কিরণ ছুটে,
অনলের মুকুট যেমন॥

নিশির শিশির কণা তরূপরে সুশোভনা,
রবি-করে হীরকের প্রায়।
রাজ ধনাগার ফেলে, মনে হয় বনে গেলে,
কত রূপ শোভা দেখা যায়॥
বিহঙ্গিনী করে গান, মরি কি ললিত তান,
গায়কের কণ্ঠ হারি মানে।
ফুটিল বিবিধ ফুল, কেলি করে অলিকুল,
এ ফুল আছে কি রাজোদ্যানে?
তরুগণ ছত্রধর, তরুই ব্যজন-কর,
ব্যজন পবন কেনা চায়।
ঘুমেতে কাতর বীর, তৃণেতে পাতিল শির,
রাজ শয্যা তুচ্ছ হয় তায়॥

এইরূপ ঘুমেতে কাতর মতিমান।
ক্রমে প্রহরেক বেলা হলো অবসান॥
শিরে চর্ম্ম বালিশ, প্রহরী তরবার।
অগ্রসর হয় কাছে সাধ্য আছে কার॥
তপনের তাপনে তাতিল ক্ষিতিতল।
পূর্ব্বভাব তিরোভাব, হইল সকল॥

জাগিল তখন বীর ছাড়িল বসন।
তটিনীর নীরে স্নান স্নিগ্ধ তনুমন॥
স্নানান্তে অনন্তদেবে করিয়া স্মরণ।
ফলমূলাহারে হলো ক্ষুধা নিবারণ॥
বিগত যামিনীযোগে কিবা ঘটে ছিল।
তত্ত্ব জানিবারে মত্ত মানস হইল॥
ফণী মণি হারাইলে কাতর যেমন।
যূথ-হারা হরিণের আকুলিত মন॥
অধনের ধন গেলে খেদ যেইরূপ।
রমণী রতন তরে হলো সেইরূপ॥
নানা দিকে বীরবর করিলেন গতি।
মোহিনী পশ্চাতে যথা ভবানীর পতি॥
বহুক্ষণ অন্বেষণ করি মহাশয়।
অবশেষে দেখিলেন গিরি চতুষ্টয়॥
অমনি তখন উঠি গিরির শিখর।
দেখিলেন মধ্যস্থলে হর্ম্ম্য মনোহর॥
চারিধারে চারুশোভা হয়েছে উদ্যানে।
ঝরিছে নির্ঝর কিবা ঝর্ ঝর্ তানে॥
এইরূপ দেখি মনে হয়ে হরষিত।
চলিলেন যথা হর্ম্ম্য হইয়া ত্বরিত॥

দেখিলেন চারি দ্বারে চারিটী কামান।
সুরঙ্গে রঞ্জিত কিবা খেলিছে নিশান॥
কিন্তু তায় নরের নাহিক সমাগম।
রয়েছে কবাট খোলা দেখিতে বিষম॥
ভাবেন অন্তরে "মম বাস এইখানে।
এখানে এমন গেহ কেহ নাহি জানে?
নাই সেই বিশ্বকর্ম্মা নাই পূরাকাল।
তিলার্দ্ধে রচিত যেই নগরী বিশাল॥
নাই সেই ভোজ-রাজা যেই মহীতলে।
করেছে অতুল কীর্ত্তি নানা মন্ত্রবলে॥
নাই আর যোগীর সেরূপ যোগবল।
যার বলে তাঁহারা করিত রসাতল॥
তবে কেবা রম্য হর্ম্ম্য করিল নির্ম্মাণ।
ভাবিয়া না পাই ভাব অভাব সন্ধান॥"
এত ভাবি মতিমান গৃহে প্রবেশিল।
তথায় তাঁহার তবে শুন কি হইল॥

কুসুমমালিকা ছন্দ।

তবে বীরবর অগ্রসর হইয়া ভিতরে।
দেখে কত শোভা মনোলোভা মুনি মন হরে॥

মরি কত রুত মরকত কোটি মণি জ্বলে।
যেন তারাগণ অগণন উদয় ভূতলে॥
আহা কি বিচিত্র চারুচিত্র প্রাচীর উপর।
ধন্য চিত্রকর নামধর সেই গুণাকর॥
তলে সমুজ্জ্বল শ্বেতোপল পিছলে চরণ।
তাহে কি বিশদ গজরদ পালঙ্ক শোভন॥
দেখে বাদ্যযন্ত্র বীণাযন্ত্র যন্ত্র নানারূপ।
কত শস্ত্রাগার শাস্ত্রাগার দেখিতে অনুপ॥
কিবা মনোহর সরোবর আঙ্গিনা মাঝারে।
নানা বর্ণধর জলচর তাহাতে বিহারে॥
তার চারিপাশে মধুমাসে হাসে নানা ফুল।
তথা ফলে কত নানামত সুফল বিপুল॥
বটে উপন্যাস ইতিহাস অপরূপ বলে।
কত রাজবংশ করে ধ্বংশ রাক্ষসের দলে॥
পরে জনশূন্য মহারণ্য সম সেই ঘরে।
স্ব স্ব মনোমত রক্ষযত তথা বাস করে॥
যদি কোনক্রমে গতিভ্রমে যায় কোন জন।
করে সে সময় দুরাশয় তাহারে নিধন॥
বুঝি তার সম এবিষম শমন আগার।
আজি দেখাইব কি দেখিব এপার ওপার॥

মনে এত বলি মহাবলী খুল্লি তরবার।
চলে দর্প করি যেন হরি ভীষণ আকার॥
শুন হেন কালে অন্তরালে মধুমাখা স্বর।
বাজে কি মৃদঙ্গ বা শারঙ্গ অতি মনোহর॥

দ্বিতীয় সর্গ।

"করিলেন সমর্পণ পাণি সহ প্রাণ।
এই কুসুমের হার তার অভিজ্ঞান॥"

রঙ্গলাল।

রমণীরত্ন।

শুনিয়া বিষাদে হল হরষিত মন,
তিমিরের অবসানে মিহির যেমন।
চলিল যেখানে হয় সঙ্গীতের ধ্বনি,
দেখে চক্ষে এক কক্ষে কতেক রমণী।
সরসি হৃদয়ে নব সরসিজ দল,
সেইরূপ রূপ ধরে রূপসী সকল।
মাঝারে মহিলা এক রূপ নিরূপমা,
কিবা রতি কি উর্ব্বশী শচী তিলোত্তমা।
বুঝি বিধি হেন নিধি বিরলে বসিয়া
মনোমত গড়িয়াছে নবনী লইয়া,

পরে সেই পুত্তলির বাড়াইতে মান
অলক্ত সলিলে বুঝি করাইল স্নান;
মিশে দুই, হইয়াছে বর্ণ রমণীয়,
বর্ণহারে, বর্ণ কিসে হবে বর্ণনীয়?
অনুপ কুটিল কিবা কুন্তলের ভার,
নিতম্ব চুম্বিত বেণী ফণিনী আকার।
সুচারু নির্ম্মল কিবা ললাট গগণ,
তাহাতে সিন্দূর বিন্দু ইন্দু সুশোভন।
শফরী সমান দুটি সুনীল নয়ন,
ভুরুবাঁধ, পাছে মীন করে পলায়ন।
নাসা হেরি সুনাসা অপ্সরা লাজপায়
সদলে ত্যজিল ধরা শরমের দায়।
কপোলে গোলাপি আভা শোভা মনোহর,
বিলাপে গোলাপ তাই শুষ্ক কলেবর।
ওষ্ঠ দেখি ফুল ধনু অনঙ্গের সঙ্গে
অনঙ্গ হইয়া কোথা লুকায় আতঙ্গে।
সুবর্ণ সুবর্ণ-ঘট পয়োধর দ্বয়,
মীনকেতু মঙ্গলাচরণ হেতু রয়।
সে কর দেখিয়া বুঝি ভাস্করের কর
শিখিয়াছে দেবকর গঠিতে সুন্দর।

ক্ষীণ কটিদেশ বহে নিতম্বের ভার
ধরা নাহি ধরে কভু তুলনা তাহার।
কেহ বলে ধরাধর কেহ বলে ধরা,
তুলনা বলিয়া কভু সেকি যায় ধরা?
বঙ্কিম হইল বিধি তুলনা না পাই।
নিতম্ব হইল তুলা নিতম্বের তাই।
সুগোল যুগল উরু বলনির সার।
তুল না বারণকর তুলনা তাহার।
দুটি পদ কিবা রাঙ্গা কোকনদ প্রায়
দ্ চরণে দুচরণ বর্ণন না যায়।
মন্থর গমনে বালা যদি চলি যায়,
বারেক অপাঙ্গে যদি ফিরিয়া তাকায়,
হাসিচ্ছলে ওষ্ঠাধরে বিজলি নাচায়,
বারেক বীণার স্বর সরে সে গলায়,
তবেত তাপস যোগী ঋষি ব্রহ্মচারী,
তেয়াগিয়া তপ জপ দাস হয় তারি।
এই রূপে দরশন করিয়া শ্রীমতা
মতিমান হইলেন অতি মুগ্ধমতি।
কহিলেন "কে তোমরা বুঝিতে যে নারি;
গন্ধর্ব্ব-রমণী, দেবী, অপ্সরী কি নারী,

অথবা তোমরা বুঝি হবে পরীচয়?
সত্য করি আমারে দেহ লো পরিচয়।"
শুনিয়া জনেক আলি কয় মৃদুভাষে—
দন্তনিভা,—পদ্ম কিবা সরোবরে ভাসে।
"মানব-তনয়া হই নহি অন্যপর,
বিরাজে মানব চিহ্ন দেখ দেহপর।
আপনি কে? মহাশয় পরিচয় দেহ
অবলা রমণী ভয়ে কম্পমান দেহ।"
শুনিয়া কহেন বীর "শুন চারুশীলা।
ভয় নাই আমার স্বভাব নহে শিলা॥
বীরকেশ নাম ধরি রোটাস ঈশ্বর।
সত্য কহি পরিচয় জানেন ঈশ্বর॥"
শুনিয়া ললনাচয় হয়ে লজ্জাবতী।
মৌনী রয় যেমন লতিকা লজ্জাবতী॥
অন্য কক্ষে কেহ বা পলায় ভয় করি।
হরি দেখি যেইরূপ সশঙ্কিত করী॥
নিরুপম তখন উঠিল হাস্যাধরে।
শরদের শশি যথা উদয় ভূধরে॥
কহিছেন "মহারাজ একি তব কাজ।
হলো না কি লাজ দেখি রমণী সমাজ?

আমরা অবলা জাতি নাহিক আশ্রয় !
এখানে তোমার আসা উচিত না হয়” ॥
বীরকেশ কহিলেন রজনীর কথা।
যে কারণ অন্বেষণে আইলেন তথা ॥
কহেন “ এ পুরী কেবা করিল নির্ম্মাণ।
অতুল সম্পদ দেখি রহে বিদ্যমান ॥
কেবা তুমি কার বালা কোথায় বসতি।
কেন বা হেথায় এলে বল ওলো সতী ॥”
শুনিয়া রমণী কয় অমিয় বচন।
“ শুন দুঃখ মহারাজ শুন বিবরণ ॥
মম নাম শূরবালা শূরবালা হই।
কানন বাসিনী এবে নগরে না রই ॥
জনকের পদে হয়ে দোষী অতিশয়।
সহচরী সহ চরি গোপন আলয় ॥
চারিদিকে বাড়িয়াছে জনকের অরি।
গুপ্ত বাসে তৃপ্ত মন গুপ্ত পুরী করি ॥
অধুনা সে অরি আক্রমণ ভেবে মনে।
গিয়াছেন রণে লয়ে নিজ সেনাগণে ॥
তাঁর পুনরায় আসা নাই মনে আশা।
দুখিনীর নেত্র নীরে নিরন্তর ভাসা ॥

মম প্রতি চাহে হেন কেহ নাহি আর।
হায় কি ললাটে বিধি লিখেছে আমার" ॥
বলিতে বলিতে শোক উথলি উঠিল।
পূর্ণিমার দিনে যথা সাগর সলিল ॥
অথবা গোমুখী হ'তে গঙ্গা যথা ঝরে।
সেইরূপে ঝরে জল গোযুগ নির্ঝরে ॥
বিরল জলদজালে শশাঙ্ক ঢাকিল।
কামিনী কমল মুখে কালিমা পড়িল ॥

হেরি বীরকেশ, মানসে অশেষ,
অনুভব করি ক্লেশ।
অমিয় বচনে, রমণী রতনে,
সান্ত্বনা করে অশেস ॥
" কেন বরাননে, বিষাদিত মনে,
হতেছ এখন আর।
বুঝিলাম চিতে, যিনি তব পিতে,
কঠিন হৃদয় তাঁর ॥
নতুবা এমন, ভূতল ভুষণ,
তনয়া রতন ছাড়ি।

গিয়াছেন রণে, এই ঘোর বনে,
তাহাতে নির্জ্জন বাড়ী ॥
ও শূর-তনয়া, নাহি তাঁর দয়া,
অসুর প্রকৃতি ধরে।
আছি উপস্থিত, করহ বিহিত,
অভিরুচি যা অন্তরে ॥
করিব তখনি, বলিবে যখনি,
সদাই নিকটে রব।
ভয় আর কিসে, এই বীরকিশে (১)
কিছু নহে অসম্ভব ॥”
এ রূপে দুজনে, বসিয়া নির্জ্জনে,
নানারূপ কথা কয়।
শকুন্তলা সনে, দুষ্মন্ত রাজনে,
যেইরূপ ভাব হয় ॥
নিবারিল নীর, হলো রমণীর,
আরক্ত বদনে হাসি।
যথা সরোবরে, কমল কেশরে,
আরক্তিম জলরাশি ॥

---

(১) কোন ইতিহাসবেত্তার মতে বীরকিশ।

শ্বেত শতদল, মাঝে নিরমল,
কত শোভা ধরে জলে।
মরি মরি মরি, রূপের মাধুরী,
মুনির মানস টলে॥
বরষার বেগ, ঘন ঘোর মেঘ,
ঝুপ্ ঝুপ্ বারিধারা।
অশনির ধ্বনি, বায়ু স্বন্ স্বনি,
বিগত হইল তারা॥
এবে মনোহর, প্রেম শশধর,
উভয়ের হৃদাকাশে।
শরৎ সময়, হইল উদয়,
সুধারকর প্রকাশে॥
কানন ভিতরে, অগম ভূধরে,
নিরুপম অট্টালিকা।
সেইরূপ হয়, সুখের সময়,
বালিকা প্রেমকলিকা॥
বীরকেশ রায়, এরূপে তথায়,
সে দিন করিয়া বাস।
ভাবি সমীচীন, চাহে পরদিন,
যাইতে আপন বাস॥

শুনিয়া বচন, রমণীর মন,
আকুল হইল অতি।
যত সহচরী, বলে " হরি হরি,
যে ওনা রোটাস পতি ॥
আমরা অবলা, নাহি জানি ছলা,
কেমনে বাঁচিব বল।
বিজন বিপিনে, ভাবি রাতি দিনে,
বাঁচাও অবলা-বল ॥"
বীরকেশ কন, " শুন সখীগণ,
আকুলা হয়োনা মনে।
তোমরা সকল, রোটাসেতে চল,
নির্ভয়ে আমার সনে ॥"
হেসে সখী কয়, " শুন মহাশয়,
তুমি হও নরপতি।
আমরা যে নারী, সঙ্গিনী কুমারী
কেমনে করিব গতি ॥
শুহে মহারাজ, তেয়াগিয়া লাজ,
বলিতে হইল দায়।
মেঘের উদয়, বারি নাহি হয়,
তাতে কি পিপাসা যায় ?"

শুনিয়া বচন, মানসে রাজন,
হরষিত হয়ে অতি।
গান্ধর্ব্ব বিধানে, প্রেমের প্রমাণে,
স্মরিলেন প্রজাপতি॥
বরকর্ত্তা মার, রতি ললনার,
বরযাত্র তরবারি।
উষ্ণীষ টোপর, বর্ম্ম দেহ পর,
বরসজ্জা হলো ভারি॥
যতেক ভূধরে, নির্ঝরিনী ঝরে,
জলময় যেন তারা।
আতসের বাজী, খদ্যোতের রাজি,
উদয় হইল তারা॥
কিবা মনোহর, কন্যা আর বর,
বাসর আসরে বাস।
যামিনী পোহাল, হইল সকাল,
মুখেতে মধুর হাস॥
এরূপে বিবাহ, হইল নির্ব্বাহ,
উল্লাস হৃদে না ধরে।
অন্ধের যেমন, হইলে নয়ন,
অসীম হর্ষ অন্তরে॥

তৃতীয় সর্গ।

প্রসন্ন দিক্ পাংশু বিবিক্ত বাতং
শঙ্খং স্বনানন্তর পুষ্প বৃষ্টি।

কালিদাস।

যুগল মূর্ত্তি।

সুচারু স্বভাব শোভা প্রভাত সময়।
শীতল সমীর ধীর ধীরে ধীরে বয়॥
দম্পতি নূতন প্রেমে বসিয়া বাসরে।
সহচরী সহ কত প্রমোদে বিহরে॥
বীর ধর্ম্মে অগ্রগণ্য রসের সাগর।
কৌতুক তরঙ্গ রঙ্গে উঠে নিরন্তর॥
সেই রসে পড়িয়া যতেক সহচরী।
হাবু ডুবু খায় যত উঠিছে লহরী॥
পেয়ে জয় অতিশয় হরষিত মন।
পরক্ষণে শান্তি বাঁধ করিছে বন্ধন॥
স্বরূপে অর্জ্জুন (১) যেন নর্ম্মদার নীরে।
কেলি করে সদা লয়ে শত মোহিনীরে॥
সহস্র বাহুতে বাঁধা অপরূপ বাঁধ।
শান্তভাবে বিহারে যেমন শত চাঁদ॥

(১) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা। রামায়ণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি সহস্র বাহু ধারণ করিতেন।

পরক্ষণে নরপতি কৌতুকের হেতু।
ত্বরিতে তুলিল কর ভাঙ্গি দিল সেতু॥
ভেসে যায় প্রবল নর্ম্মদা নদীজলে।
পুনরায় সেতু বাঁধি বাঁচায় সকলে॥
সঙ্গিনী রঙ্গিনী সবে বাখানে নাগরে।
হাসি নাহি ধরে শূরবালার অধরে॥
কোন রসবতী তবে হাসি হাসি কয়।
" এত রস কোথায় পাইলে রসময়?
অনুভবে বুঝি আছে রসের ভাণ্ডার॥
সে রসে কি সহচরী পাবে অধিকার?"
হেসে কন বীরকেশ বুঝি তার ভাব।
" কমলের বনে মধু হয় কি অভাব॥
এক শশধরে বাঁচে বহুল চকোর।
হেন শত শশী বসি চারিদিকে মোর॥
মিহির মেদিনী নীর করে আকর্ষণ।
সে নীরে জনমে নীরধর সুশোভন॥
সেই নীরে রসবতী পুন বসুমতী।
তার সাক্ষী বামে মম দেখ রসবতী॥"
এইরূপে নানারূপ কথা কাটাকাটি।
বালার অধরে হাসি শোভে পরিপাটী॥

যামিনীর জাগরণে আঁখি ঢল ঢল।
উষায় ঈষৎ যেন ফুটেছে কমল॥
তারা দুটি অলিসম শোভা পায় তায়।
শিরদেশে নীলাম্বরি ধরে প্রমদায়॥
যেন নীল মেঘে ঘোর যামিনী সময়।
পৌর্ণমাসী শশী ঊর্দ্ধে অর্দ্ধ ঢাকি রয়॥
এইরূপে নরপতি সতী সহবাসে।
রতিপতি হরে কাল যথা রতি পাশে॥
সতী সহ স্ব ভবনে কেমনে গমন।
করিবে, হইল মনে ভাবনা তখন॥
কুঞ্জরীর পাশে বাঁধা পড়িলে কুঞ্জর।
শকতি না রহে আর যাইতে অন্তর॥
আইবুড়া যেইজন কি তার ভাবনা।
বনের সন্ন্যাসী সহ তাহার তুলনা॥
নাহি বাধা, যেতে একা হইয়া স্বাধীন।
কামিনী থাকিলে কাছে মানব অধীন॥
এইরূপে যায় কাল;—অনেক সঙ্গিনী।
কহিল নরেশে আসি হয়ে আতঙ্কিনী॥
“মহারাজ! একজন বীরবেশ ধারী।
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে যেন যমের দুয়ারী॥

জিজ্ঞাসা করিল সেই মম পরিচয়।
কিন্তু কিছু বলি নাই মনে করি ভয় ॥
কি ক'রে বুঝিব তার কিবা অভিপ্রায়।
রক্ষা কর মহারাজ ঠেকিয়াছি দায়" ॥
শুনি সঙ্গিনীর বাণী অবনীর পতি।
দ্বারদেশে গমন করিল শীঘ্রগতি ॥
আঁধারে ত্বরিত যেন তড়িৎ প্রকাশ।
হেরি তারে ধীরচিত্তে হইল উল্লাস ॥
নতশিরে বীরবেশী বীরকেশে কয়।
"তব হেতু দুর্গবাসী ব্যগ্র অতিশয় ॥
তপন লপনাভাবে ধরণী আঁধার।
মহারাজ! রোটাস হয়েছে সে প্রকার ॥
আপনার অন্বেষণ হেতু মহাশয়।
চারি দিকে চলিয়াছে বহু দূতচয় ॥
দৈবযোগে এই দিকে আসিয়াছি আমি।
যাহা অভিরুচি কর রোটাসের স্বামী" ॥
বীরকেশ বিবরণ কহিয়া বিশেষ।
আনিতে শিবিকা সেনা করিলা আদেশ ॥
মাথা নোয়াইয়া অনুচর বাহিরিল।
কাননে বিবাহ দেখি অবাক হইল ॥

ভাবিতে লাগিল মনে গালে দিয়া কর ॥
"শঙ্কর সাধিলা ভাল রোটাস-ঈশ্বর ॥
সাধনের ফল ভাল আপনি ফলিল।
কাননে কামিনী এক আসিয়া মিলিল ॥
সুরসে রসিক যেই রসের সাগর।
নগরে ভূধরে বনে সেই সে নাগর ॥
রতিপতি রূপ জিনি রূপ যেই ধরে।
সুর ত্যজি মানবী তাহারে সমাদরে ॥
সাক্ষী তার নলরাজা পুরাণ প্রমাণ।
রূপেই হরণ করে রূপসীর প্রাণ ॥
রূপহীন কত দীন আমাদের মত।
ব্যাপিয়া রয়েছে এই বৃহৎ জগত ॥
তাদের দেখিয়া দেখি কেউত ভোলে না।
নামায় নয়ন নীল আরত তোলে না ॥
এইরূপে নানারূপ ভাবিতে লাগিল।
মৃদুগতি দুর্গদ্বারে গিয়া উত্তরিল ॥
নিরখি মলিন মুখ উৎসাহ বিহীন।
পুছিল কৌতুকী হয়ে প্রহরী প্রবীণ ॥
"কেন ভাই! আজি হেরি বিষাদ এমন
হলো কি প্রভুর কোন সঙ্কট ঘটন?"

অদ্ভুত কহিল দূত মুচকি হাসিয়া।
" শুন ভাই অপরূপ আসিনু দেখিয়া॥
শুনা যায় সুরাসুরে সিন্ধু মন্থে ছিল।
বহু ক্লেশে শেষে বহু রত্ন পেয়ে ছিল॥
অধুনা রোটাসপতি কানন-সাগরে।
বিনা যত্নে কিবা নারী-রত্ন লাভ করে॥
রূপের কিরূপ শক্তি কে করে বর্ণন।
রূপেতেই মজিয়াছে রূপসীর মন॥
আমাদের পিতা মাতা বিবাহ কারণ।
নানা দিকে নানারূপ করে অন্বেষণ॥
রূপ দেখি নাহি দেয় রূপবতী মেয়ে।
কাঙ্গালের মত ঘুরি রূপ চেয়ে চেয়ে" ॥
শুনিয়া প্রহরী করি হাসি সম্বরণ।
কহিতেছে দূত প্রতি করি সম্বোধন॥
" শুন ভাই যা বলিলে সত্য বটে বাণী।
রূপেই জগত বশ এ কথা না মানি॥
কেহ বা রূপেতে বশ কেহ বশ রসে।
ধনে বশ হয় কেহ বিদ্যা গুণ যশে॥
চুলিত চুম্বক সদা অয়সে যেমন।
সাগরে যেমন চলে নদীর জীবন॥

শরীরের ছায়া যথা পেছু পেছু চলে।
সেরূপ ভাগ্যের পেছু ভ্রমিছে সকলে॥
সুন্দর স্বরূপ কায় অধন বিশেষ।
মেদিনী মাঝারে তার না হয় উদ্দেশ॥
রূপে কদাকার হেন ধনী শত শত।
চাকি লোভে চাটুকার তার পদানত॥
স্বর্গ সম সুখের আলয় ত্যাগ করি।
এসিছি এ দেশে দেখ করিতে চাকরি॥
ধন হীন হলে পতি কত শত সতী।
অনাদরে কটু ভাষে তাহাদের প্রতি॥
কোমলা কমলা সতী যার প্রতি মতি।
সেইখানে সমুদায় জগতের গতি॥
অতএব অদ্ভুত নহেত কথা হেন।
কানন-কামিনী তাঁয় মজিবে না কেন?
চল ভাই আপন আপন কাজ সারি।
জাহাজে কি কাজ হয়ে আদার ব্যাপারী॥
এত বলি সম্বাদিলা রাজমন্ত্রীবরে।
যিনি সুপণ্ডিত নাম মীনকেতু ধরে॥
শুনি সমাচার হর্ষে মীনকেতু মনে।
আদেশিলা আনিতে নরেশে সেনাগণে॥

চলিল বিবিধ সেনা কিবা শোভাময়।
হয় হস্তী পদাতিক সংখ্যা নাহি হয়॥
সব শির লালবর্ণ শোভিছে টোপর।
দূরে যেন শোভা পায় লোহিত অম্বর॥
শূল শেল বর্শা ভল্ল তীর তরবার।
রবির ছবিতে রূপ বিজলী আকার॥
দড় বড় দড় বড় খুরের বাজন।
কামানের হুড়াহুড়ি কেঁপে উঠে মন॥
দামামা দগড় ডঙ্ক জগঝম্প বাজে।
এই বলে যেন "জয় জয় মহারাজে"॥
উঠিল বিষম ধূলা ঢাকিল গগণ্।
শিশির প্রভাতে হয় কুয়াশা যেমন॥
শিখর হইতে সেনা তরঙ্গ অপার।
নামিতে লাগিল, রঙ্গে লোহিত আকার॥
যেন শোণনদ, যার সলিল লোহিত।
প্রবল তরঙ্গ রঙ্গে হয় প্রবাহিত॥
না মানে শিলার বাধা, চূর্ণ করি তায়।
মহাশব্দে শিখর হইতে স্রোত ধায়॥
কানন ভিতরে করে প্রবাহ প্রবেশ।
সেইরূপ অনীকিনী চলিল অশেষ॥

নিরখি অতুল সেনা ভয়েতে আকুল।
পলায় কুঞ্জর যূথ কেশরী শার্দ্দূল॥
আকুল নকুল হরি, হরিণী পলায়।
ভক্ষ্য দেখি ভক্ষক ফিরিয়া নাহি চায়॥
পলায় গণ্ডার ভয়ে খড়্গ করি নত।
কাতর ভল্লুক জ্বরে তবু নহে রত॥
ভাঙ্গিয়া কানন বৃক্ষ কটক চলিল।
অবশেষে ভূধর নিকটে উত্তরিল॥
উত্তরি প্রকৃতি-কৃত গিরি গড় মাঝে।
দূত গিয়া সুসম্বাদ দিল মহারাজে॥
শুনি বীর বীরকেশ হরষিত মনে।
আদেশ করিল যত সহচরীগণে॥
সাজাইতে স্বীয় প্রিয় প্রমোদাপ্রতিমা।
পবিত্রতা হয় যাঁর রূপের গরিমা॥
যেমন জলদ হীন সুনীল গগণে।
শোভা পায় শশধর সুচারু কিরণে॥
সাজায় সঙ্গিনীগণ সঙ্গিনী-শরীর।
নিবিড় কুন্তল বাঁধে হইয়া সুধীর॥
তাতে শোভে হীরকের সীতি নিরমল।
কালিকার ভালে যেন নয়ন-অনল॥

উরসে মতির মালা ঝল্‌মল্‌ করে।
মরি কি তারার শোভা যেন তারা হরে॥
সুকোমল করে ধরে কণকের বালা।
হীরকের কর্ণফুল পরে সুরবালা॥
ঘাঘরা ওড়নাবাস কঞ্চুকী শোভিল।
ক্ষীণ কটিতটে কিবা কিঙ্কিণী ভাতিল॥
এরূপে ধরিয়া অতি মনোহর বেশ।
রজত শিবিকা মাঝে করিলা প্রবেশ॥
সখীগণ বেশ করি বিবিধ বিধানে।
সুখীমনে আরোহণ করে নানা যানে॥
বীর-কেশ বীর-বেশ শোভা মনোহর।
বুক চড়া শির টেড়া হেলিছে টোপর॥
কিবা চন্দনের ফোটা ললাটে শোভিছে।
ঠন্‌ ঠন্‌ দীর্ঘ অসি কটিতে ছুলিছে॥
চলে যায় বীরদাপে বসুমতী কাঁপে।
সুসজ্জিত ছিল হয় তদুপরি চাপে॥
"সুরঙ্গ" তুরঙ্গ নাম সুরঙ্গ সে ধরে।
উচ্চ পুচ্ছগুচ্ছ, গ্রীবা বক্র সদা করে॥
এইরূপে করিতে করিতে আয়োজন।
দিনমণি অস্তাচলে করিল গমন॥

পৃথিবী পূরিল আসি ঘোর তমোরাশি।
কাননে কুসুম-কুল প্রকাশিল হাসি॥
বাজিতে লাগিল রঙ্গে বিবিধ বাজনা।
বলে যেন "সেনা সবে সাজনা সাজনা"॥
বাজিতে লাগিল রণ-শিঙ্গা মর্ম্মভেদী।
নীরব নিশাতে রব উঠে নভো ভেদি॥
বাজিল নৌবত কিবা কড়া কড়া করি।
সানায়ে উদাস মন আহা মরি মরি॥
বাজিল গম্ভীর রবে জয়ঢাক শত।
যে রাবে সমরে সেনা শির দিতে রত॥
উঠিল বিবিধ বাজী বহ্নি মনোহর।
গরজিল গুড়্ গুড় কামান নিকর॥
হইল অসীম আলো সেই বন স্থলে।
পৃথক সহস্র রশ্মি রবি যেন জ্বলে॥
চলিল সিপাহি মল্ল গণনা কে করে।
ক্ষণমাত্রে কানন নগরীবেশ ধরে॥
এইরূপে দশ দিক করি আলোময়।
চলিল রোটাসপতি আপন আলয়॥

এইরূপে প্রবেশে নগর,
বীরকেশ বীর নৃপবর,
নবপ্রেম অনুরাগ, হতেছে সোহাগ যাগ,
নব ভাবে প্রফুল্ল-অন্তর।
রত্ন জ্বলে অগাধ সাগরে,
উপলে অনল বাস করে,
বীরের গম্ভীর মনে, সেইরূপ সংগোপনে,
প্রেম হেম সদা বাস করে।
বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী,
শ্রেণী শোভা নিরখিতে মতি
হয়ে হরষিত মন, পরি বেশ আভরণ,
রাজপথে করিতেছে গতি।
মানব অটবী হেরি প্রায়,
আর কিছু দেখা নাহি যায়,
নাই পথে শূন্যলেশ, ঠেলাঠেলি একশেষ,
অবাক হইয়া ভূপে চায়।
উঠিয়াছে ছাদে কোন জন,
এক দৃষ্টে করে দরশন,
কেহ বসি জানালায়, বলে মরি মরি হায়,
হেন রূপ না হেরি কখন!

দুর্গমাঝে হয় মহোল্লাস,
সকলের মুখে চারুহাস,
দশ দিক আলো করে, দিনে যেন দিনকরে,
করে কিবা কিরণ প্রকাশ।
প্রমোদা মহিলা শত শত,
হরিতে মানব মন রত,
করিয়া সুচারু বেশ, বাঁধিয়া চিকণ কেশ,
সুতানে সঙ্গীত গায় কত।
রুণু ঝুনু বাজিছে নূপুর,
যে রবে নীরব সুর পুর,
নটগণ দেয় তাল, পাখোয়াজ করতাল,
বাজায় বীণায় দেয় সুর।
বিবিধ কুসুমে গাঁথি হার,
সুনিপুণ কত মালাকার,
ঝুলাইল দ্বারে দ্বারে, তাহার বাহারে হারে,
কামিনীর কণ্ঠে কণ্ঠহার।
প্রফুল্লিত পুরবালাগণ,
করিবারে মঙ্গলাচরণ,
পথ পাশে সারি সারি, কলসে পূরিয়া বারি,
আম্রশাখা করেছে স্থাপন।

দীন দুঃখী অন্ধ খঞ্জগণ,
সদনে করেছে আগমন,
কল্পতরু নৃপবর, হয়ে মনে অকাতর,
করিছেন ধন বিতরণ।
এই রূপে সুখে মতিমান্,
প্রেয়সীরে দিয়ে মন প্রাণ,
প্রবেশ করিল ঘরে, মনোরূপ মধুকরে,
প্রেম পদ্মে মধু করে পান।

চতুর্থ সর্গ।

গুল্ জিহান্।

শুন শুন অতঃপর, ইতিহাস মনোহর,
নৃপবর নব বধূ লয়ে।
আনন্দে কাটান কাল, নাহিক জঞ্জাল জাল,
শূন্য যেন শরৎ উদয়ে॥
সে ভাবের কিবা ভাব, স্বভাবে ভাবুক ভাব,
স্বভাব রঞ্জিত নব ভাবে।
ভাব পথে হও লীন, সুখের সংযোগ দিন,
অনায়াসে সেই ভাব পাবে॥

বিধূদয়ে চকোরিণী, আনন্দেতে পাগলিনী,
নিশি ভোর সুধাপানে রত।
ফুটিলে কুমুদ ফুল, আকুল মধুপ কুল,
ফুল রসে মোহিত নিয়ত॥
বর্ষা আসে বর্ষান্তরে, চাতকিনী মন হরে,
কুতুকিনী পয় করে পান।
পিয়ে জল সুশীতল, ফটিক ফটিক জল,
মধু মাখা স্বরে করে গান॥
বরষার বারি ধারা, পেলে ধরা যেই ধারা,
ভরা হয় নব নব রসে।
মন মত পেয়ে পতি, মন মত পেয়ে সতী,
উভয়ত প্রফুল্ল মানসে॥
এই রূপে যায় কাল, এক দিন মহীপাল,
বসেছেন বাহির দেবানে।
পারিষদ বন্ধুগণ, সচিব গম্ভীর মন,
বসেছেন সমানে স্বমানে॥
সম্মুখে সিপাহি সারি, দোলে চর্ম্ম তরবারি,
দাঁড়ায়েছে গোঁফে দিয়া চাড়া।
দাঁড়ায়েছে চোপদার, যেন ভীম অবতার,
তাম্বুলী তাম্বুল লয়ে খাড়া॥

মাঝে সিংহাসনে তার, যেন সিংহ অবতার,
বসেছেন বীরকেশ বীর।
মুকুট রতন ময়, যেন নব চন্দ্রোদয়,
শোভিয়াছে তাঁর চৈড়া শির॥
কেহ বা ব্যজন করে, নরেশে ব্যজন করে,
ছত্র ধরিয়াছে ছত্রধর।
লোকে থই থই করে, ইন্দ্র যেন সভা ক'রে,
দেখে অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
এমন সময়ে শেষে, মুসলমানের বেশে,
দূত এক করি আগমন।
নম্র ভাবে নতশিরে, সেলাম করিয়া বীরে,
দিল এক অপূর্ব্ব লিখন॥
মনে হয়ে কৌতূহলী, অবিলম্বে পত্র খুলি,
পড়িতে লাগিল মনে মনে।
"শুনহে রোটাস স্বামী, বিপদে পড়েছি আমি,
অধুনা বেড়াই সংগোপনে॥
ধন জন ছিল যাহা, কালের কবলে তাহা,
ক্রমে ক্রমে পাইতেছে লয়।
কিছু সুখ নাই মন, হয়েছে যমের সম,
ছমো রূপ ছমো বাঘ ভয়॥

আছিল ফরিদ (১) নাম, পরে পূরে মনস্কাম,
(২) সের খাঁ উপাধি সের বধি।
(৩) শশিরাম জায়গির, "খোলাসা (৪) করিল পীর,
সুখেতে ছিলাম তদবধি॥
এখন দিল্লির পতি, (৫) দুর্গতি করিল অতি,
হইল হে বড় অপমান।
শুন হে ক্ষত্রিয় সুত, হারায়েছি (৬) হুরমুত,
সের হলো (৭) শেগাল সমান॥
বারম্বার হারি রণে, ভ্রমিতেছি বনে বনে,
সঙ্গে করি নিজ পরিবার।
গুপ্ত পুরী বানাইয়া, ধনে জনে তথা গিয়া
করেছিনু সকলে উদ্ধার॥

(১) পত্র লেখকের পূর্ব্ব নাম ফরিদ।

(২) পারস্য ভাষায় সের শব্দে ব্যাঘ্র। ফরিদ এক ভীষণ ব্যাঘ্র বধ করিয়া বেহারের অধিপতি পীর খাঁর নিকট সের খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৩) শশিরাম পরগণা সেরখাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নেজামের অধীনে ছিল। পরে পীর খাঁ, তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া সের খাঁকে তৎপদাধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

(৪) পারস্য ভাষায় খোলাসা অর্থে মুক্ত।

(৫) দিল্লীর অধিপতি হুমাউন্ বাদশাহ। তাঁহাকে হুমায়ুনও বলে।

(৬) সম্মান।

(৭) শেগাল, পারস্য শব্দ; অর্থ শৃগাল।

মম বালা নিরুপমা, গুল্‌জিহান গুল [১] সুমা,
আছিল হে আমার সহিতে।
শুনি তব রূপ নাম, সদা তার মনস্কাম,
তব সহ বিবাহ করিতে ॥
হিন্দু হইবার তরে, হিন্দী ভাষা পাঠ করে,
সখীগণ সনে হিন্দী কয়।
[২] হয়ে শূর বংশ্য বালা, বুদ্ধিমতী শূর বালা,
শূরবালা নাম তবে লয়।
যদ্যপি সঙ্গিনীগণ, বিষাদিতে তার মন,
বলিত "যবন বালা হও।
এ যে অসম্ভব হয়, হিঁদুসহ পরিণয়,
কেমনে এমন কথা কও" ॥
তবে চিত হরষিত, বাপ্পার দোহাই দিত,
চিতোরের [৩] হিন্দু কুলমণি।
যিনি গিয়া গজনীতে, মুগ্ধমন যবনীতে,
বিবাহিলা শতেক রমণী ॥

---

(১) গুল শব্দে ফুল।
(২) সের খাঁ শূর বংশীয় ছিলেন।
(৩) চিতোর নগরের রাজা বিশেষের নাম। কাশিম কর্ত্তৃক গুজরাট আক্রান্ত হইলে তিনি গিজনি নগর পর্য্যন্ত তৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়েন।

কিম্বা সেই গোহ (১) বীর, নৌসিরাঁর নাতিনীর,
পাণি যিনি করিলা গ্রহণ।
এরূপ নজির (২) কত, দেখাইয়া অবিরত,
প্রতিপন্ন করে অনুক্ষণ॥
হেন মতে কাণা কাণী, অপরূপ সেই বাণী,
ক্রমে ক্রমে উঠে মম কাণে।
একে হই পরদেশী, ছিলাম হিঁদুর দ্বেষী,
ঘৃণা হলো তনয়ার পানে॥
তার অপমান করি, সেই পুরী পরিহরি,
পুন ঘূরি কাননে কাননে।
শুনিলাম তার পর, হয়েছে তাহার বর,
অপূর্ব্ব খোদার (৩) সংঘটনে॥
এখন মনের দ্বেষ, বিশেষ হয়েছে শেষ,
হয়েছ জামাই, সম সুত।
এখন শ্বশুর হই, তোমাদের পর নই,
রাজপুত হও দয়াযুত॥

---

(১) পারস্য রাজ নওসেরোঁয়ার পৌত্রীকে গোহ নামে হিন্দু রাজা, বিবাহ করিয়াছিলেন।

(২) দৃষ্টান্ত।

(৩) জগদীশ্বর।

সশঙ্কিত পরিবার, সদা করে হাহাকার,
ধনাগার শেষ হলো প্রায়।
পড়িলে হুমোর করে, সবে যাবে যম ঘরে,
হায় হায় ভেবে প্রাণ যায়॥
শুন ওহে বীর কেশ, আমার এতই ক্লেশ,
একেবারে আশ্রয় বিহীন।
যদি দয়া ধর্ম্ম থাকে, বাঁচাও হে এ বিপাকে,
স্থান দিয়ে দুর্গে কিছু দিন॥
আমার জেনানা (১) গণ, আর যাহা আছে ধন,
এ সকল রাখিও তথায়।
হেরি সেই ত্যক্তবালা, জুড়াব মনের জ্বালা,
তার শাপে ঘটেছে এ দায়॥
যদি মম তরবারি, হুমোতে চালাতে পারি,
নসিবের (২) যদি থাকে জোর।
সম্পদের অর্দ্ধ অংশ, লইবে তোমার বংশ,
বাকি অর্দ্ধ অংশ হবে মোর"॥
এইরূপ পাঠ করি, মনোরূপ মধুকরী,
একেবারে নীরব হইল।

(১) স্ত্রী। (২) অদৃষ্ট। সের খাঁ মুসলমান বলিয়া এই সকল যাবনিক শব্দ ব্যবহার করা গেল।

বালার বাপের নাম, কিবা কাম কোথা ধাম
একেবারে অন্ধকারে ছিল ॥
অধুনা তড়িৎ-গতি, ত্বরিত তাঁহার মতি
আলো হলো দিবালোক প্রায়।
জয়দ্রথ বধকালে, সুদর্শন অন্তরালে,
রবি ছবি যেমন লুকায় ॥
ক্রমে হলো অন্ধকার, পড়ে গেল হাহাকার,
পার্থ আজি ত্যজিবে জীবন।
চক্রধর-চক্রে পরে, চক্র সরে, দিবাকরে,
দিবা করে, আশ্চর্য্য যেমন ॥
ভাব পথে ভাবে ভূপ, এ কি দেখি অপরূপ
চতুরা বড়ই দেখি বালা।
মোহিল মানস মম, যবনী হিন্দুর সম,
গুল্‌জিহান হলো শূরবালা ॥
যে জাতি হউক ফলে, অগ্নি সাক্ষি মহাতলে,
করেছি তাহারে পরিণয়।
মম প্রেম তরুবরে, লতিকা আশ্রয় করে
কি ক'রে করিব তারে লয় ॥
এইরূপ ভাবি মনে, উঠি গিয়া সংগোপনে
মীনকেতু মন্ত্রীবর পাশে।

শ্বশুরের বিবরণ, সমুদায় কথা কন,
অনুচিত উচিত জিজ্ঞাসে ॥
শুনিয়া সকল কথা, চমকে চঞ্চলা যথা,
অবাক হইল মীনকেতু ।
কহিল সভয় মনে, 'আশ্রয় যবন জনে,
এ যে কথা অনর্থের হেতু ॥
শুন রাজা বীরকেশ, এই হিত উপদেশ,
মার্জ্জার তপস্বী বেশধারী ।
গিয়ে মূষিকার স্থানে, রহিল বিনয় ভাবে,
খাইল সবংশে তারে মারি ॥
এক সেই পরদেশী, তাহাতে হিন্দুর দ্বেষী,
ম্লেচ্ছ ঠগ ধর্ম্মে নাই ডর ।
অখাদ্য আহার তার, ছায়া পরশিলে ছার,
রাজি নন তাহাতে ঈশ্বর ॥
লাঠা লাঠি কাটা কাটি; তরবারে কাটা কাটি,
শোণিতে (১) সদাই ধর্ম্ম জয় ।
মামুদ দুরাত্মা বলী, ঠাকুরে পুতুল বলি,
লুটে পুটে সোমনাথে লয় ॥

(১) কোরাণে এরূপ লিখিত আছে, যে তরবারি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করা মুসলমান দিগের ধর্ম্ম ।

যবন জঘন্য লঘু, ভিটাতে চরায় ঘুঘু
রেষারেষি ভুজঙ্গে নকুল।
কি কাজ আশ্রয় দান, বাঁচিয়া থাকুক প্রাণ
হবে রাজ্য বিভব বিপুল॥"
শুনি হাসি বলে বীর, "শুন হে সচিব ধীর,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হেন নয়।
ন্যায় পথ রাখি মনে, সদা নিরাশ্রয় জনে,
আশ্রয় নির্ভয় দিতে হয়॥
নাম বাড়ে ইহলোকে, ধর্ম্ম হয় পরলোকে,
সর্ব্বলোকে যশ করে গান;
রাজনীতি এই নয়, রাজ-ধর্ম্ম এই হয়,
যবন বলে কি হতমান?"
মীনকেতু বলে হরে, "অবশ্য বিপদ হবে,
ভুজঙ্গেরে করিলে আদর।
বিশ্বাস ঘাতক জনে, বিশ্বাস করো না মনে,
শুন ওহে লোটান-ঈশ্বর॥
উহারে বেহারপতি,(১) বিশ্বাস করিত অতি,
নিকটে রাখিত বন্ধুসম।

১। পাঠান খাঁ।

প্রভুরে মারিয়া ছুরি,　　রাজত্ব করিল চুরি,
　　হরি চেয়ে অতি এ বিষম ॥
চেয়ে দেখ নভোপরে,　　জলহীন জলধরে,
　　কত রূপ কত [illegible] ধরে।
কখন বারণ হয়,　　কেশরী শার্দ্দূল হয়,
　　ফণা তোলে ক[illegible]ধরে ॥
কখন বা হয় মেষ,　　অতিশয় নম্রবেশ,
　　বৃহৎ আকার ধরে শেষ।
সেইরূপ শূন্য মন,　　পাপাত্মা কুটিল জন,
　　কার্য্যকালে ধরে নানা বেশ ॥
কৌশলে দুহিতা দিল,　　হীনভাব প্রকাশিল,
　　করিবারে দুর্গ অধিকার।
বুঝি পথ ছিল চেয়ে,　　এখন সময় পেয়ে,
　　করিতেছে উপায় তাহার ॥
অতএব হে রাজন্,　　কপট যবন জন,
　　দূরে যত থাকে ভাল তত।
এই পরামর্শ সার,　　ক'র না হে অবিচার,
　　বিপদ হবে না কোন মত ॥"
শুনি মীনকেতু বাণী,　　সেরে অবিশ্বাসী জানি,
　　মনে মনে ঘৃণা উপজিল।

বীরের বদন ভাগ, রাগভরে রক্ত রাগ,
রবি ছবি যেন প্রকাশিল ॥
প্রণয় জলধি জলে, উত্তাল তরঙ্গ চলে,
চিন্তারূপ ঝটিকা ধাইল।
তরুণী তরণী পরে, কপটতা হালি ধরে,
বুঝি তরি বিপথে চলিল ॥
সঙ্কট দ্বীপের তটে, সংঘটিত হবে বটে,
চিত্ত পটে হয় অনুমান।
বিকট গঠিত অসি, শঠ সম আছে বসি,
করিতে শোণিত মম পান ॥
না ভাবিয়া আদি শেষ, মুগ্ধ হল বীর কেশ
পুষিয়াছি কাল ভুজঙ্গিনী।
ডাকিনী যোগিনী প্রায়, মন্ত্রসম মন্ত্রণায়,
বশ করে যতেক সঙ্গিনী ॥
পুনরায় ভাবে মনে, কি সাধ্য যবন জনে,
মম সহ করিতে সমর।
অরি সেনা গিরি হতে, রুধির বহাব স্রোতে,
সবংশে পাঠাব যম ঘর ॥
এই মম তরবার, যেন অগ্নি অবতার,
সেরে দেখি পতঙ্গের প্রায়

শঠতা সে কত জানে, ভয় কিছু নাই প্রাণে,
খণ্ড খণ্ড করিব তাহায় ॥
এই রূপে নানা মত, ভাবনা উঠিল কত,
ক্রোধে অঙ্গ থর থর কাঁপে।
নয়নে অনল জ্বলে, কপোলেতে রঙ্গ ফলে,
অধর দশন দিয়া চাপে ॥
তবে লিপি লয়ে করে, দ্রুত বল-দর্প ভরে,
অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
দেখিল সঙ্গিনী যত, হাস্য রসে থাকি রত,
বাঁধিছে বালার চারু কেশ ॥
দাঁড়াইল বীরকেশ, যেন ভীম ভীমবেশ,
সিংহ সম ঘূর্ণিত লোচন।
উন্নত মস্তক হেলে, সঘনে নিশ্বাস ফেলে,
অগ্নিসম আরক্ত বদন ॥
মুখে নাহি বাণী সরে, বিকম্পিত কলেবরে,
খট্ মট্ তার পানে চায়।
হেরি সহচরীগণ, সকলে আকুল মন,
পলায়, চপলা যেন ধায় ॥

দীর্ঘ চৌপদী।

হেরি রাজা বীরকেশে, সেই ঘোর রুদ্রবেশে,
লম্বিত নিবিড় কেশে, সুরবালা উঠিল।
ঊষাকালে ভূষাহীন, মলিন চন্দ্রমা দীন,
তপন কিরণে ক্ষীণ, মুখপ্রভা টুটিল॥
আইলে নিদাঘকাল, নিকুঞ্জ বল্লরী জাল,
পেয়ে যেন [illegible]কাল, ক্রমে তনু ক্ষীণ রে।
শশীর বিরহ বাণে, অধীরা হইয়া প্রাণে,
কুমুদিনী অভিমানে, যেমন মলিন রে॥
ধরায় বসন লুটে, সংযোজিত [illegible] [illegible]টে,
হৃদয়ে কণ্টক ফুটে, মৃদুভাষে বলিল।
" কেন হে হৃদয় পতি, তব সুকোমল মতি,
আজি অধিনীর প্রতি, হেন ভাব ধরিল॥
যে মুখে মধুর হাসি, প্রকাশি নিকটে আসি,
প্রবোধিতে যবে দাসী, মন সুখে থাকিত,
কোমল কমল আঁখি, যুগল খঞ্জন পাখী,
প্রেম সুধা অঙ্গে মাখি, অধিনীরে দেখিত॥
সেই প্রেমময় ভাব, কেন হলো হে অভাব,
কোথা সে আঁখির ভাব, কেন লুপ্ত হলো হে

ডুবি হে ভাবনা হ্রদে, দাসী কি তোমার পদে,
দোষী আছে পদে পদে, বল বল বল হে ॥

দীর্ঘ পয়ার।

তবে কহিছে রাজন, তবে কহিছে রাজন,
কঠোর ব্যঙ্গের রঙ্গে কঠিন বচন।
নারী শঠ অতিশয়, নারী শঠ অতিশয়,
সাপিনী সমান তারে সদা করি ভয়।
ধরে রূপ অপরূপ, ধরে রূপ অপরূপ,
মানসে তামসী রাশি যেন অন্ধকূপ।
বলে অবলা কে তারে, বলে অবলা কে তারে,
কুটিল কটাক্ষ বাণে ধনে প্রাণে মারে।
ধরে হাসি অনুপম, ধরে হাসি অনুপম,
অভ্রম হলেও হতে হয় যে অভ্রম।

এই রমণী কারণ, এই রমণী কারণ,
গাধেয় যোগীর যোগ হইল নিধন।
এই নারীর কারণ, এই নারীর কারণ,
বিরাটপতির সেনাপতির পতন!
এই মহিলা কারণ, এই মহিলা কারণ,
কুরুকুল একেবারে হইল নিধন।
এই কামিনী কারণ, এই কামিনী কারণ,
সবংশে হইল ধ্বংশ রাজা দশানন।
আমি হিন্দুকুল মণি, আমি হিন্দুকুল মণি,
মজালে আমারে এক যবন রমণী।
তার কিবা অভিপ্রায়, তার কিবা অভিপ্রায়,
কি করে বুঝিব বড় ঠেকিয়াছি দায়।
তুই যবন কুমারী, তুই যবন কুমারী,
হিন্দু নাম ধরিলি হইতে হিন্দু নারী।
তোর বুকে নাই ডর, তোর বুকে নাই ডর,
পাপিয়সী পিশাচী রাক্ষসী ভয়ঙ্কর।
সের ধূর্ত্ত অতিশয়, সের ধূর্ত্ত অতিশয়,
আপন প্রভুর প্রাণ গোপনে সে লয়।
দিল তনয়া আপন, দিল তনয়া আপন,
কৌশলে করিতে বুঝি রোটাস গ্রহণ।

কেবা শঠ সহ পারে, কেবা শঠ সহ পারে,
(১) মহম্মদ সমরে সমরে ভুলে মারে।
আগে জানিতাম যদি, আগে জানিতাম যদি,
ঝাঁপ কেন দিব প্রেম অকূল জলধি।
ভালে যা ছিল তা হলো, ভালে যা ছিল তা হলো,
কি হেতু করিলে ছল কথা খুলে বল।
পরে যাও স্বভবনে, পরে যাও স্বভবনে,
ললনে! ছলনা আর কর না এজনে।

শূরবালার খেদ।

শুনি নৃপমণিবাণী ব্যাকুলা রমণী,
গোকুল জলধি জলে আকুল হইল;

(১) মহম্মদ ঘোরী কাগার নদী তীরে শিবির স্থাপন করিয়া থাকাতে, সমর সিংহ তাঁহার নিকট বলিয়া পাঠান যে, "তুমি যদি যুদ্ধ কামনায় আসিয়া থাক, তবে যুদ্ধ কর, নতুবা এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।" ইহাতে ধূর্ত্ত যবন উত্তর পাঠাইল, "আমি ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে এ দেশের রাজনীতি দেখিতে আসিয়াছি, ভ্রাতার আজ্ঞা আইলে প্রস্থান করিব।" হিন্দুগণ যবনের এই প্রবঞ্চনা বাক্যে বিশ্বাস করিয়া রজনীতে সুখে নিদ্রা যাইতেছিল; ইত্যবসরে মহম্মদ আসিয়া দুর্গ অধিকার করিল।

রাখিতে নারিল বারি তিতিল অবনী,
স্থিরদৃষ্টে পতি মুখে চাহিয়া রহিল।

বিশাল লোচন নীল নীলপদ্ম প্রায়,
অভিমান রাগ ভরে রক্ত রেখা জ্বলে,
পরাগ কেশর রেখা যেন লাগি তায়,
নিশির শিশির সম ঢল ঢল জলে।

দরশন নাহি চলে দরশনে আর,
শোকের সলিলে দৃষ্টি করে অবরোধ;
উথলিল নিরাশ্বাস জলধি অপার।
এ সময়ে অবলারে কে দিবে প্রবোধ।

কই সে প্রণয় কর্ণ পতি কর্ণধার,
অকূলে ফেলিয়া বুঝি করিল গমন,
সেই সোহাগের পাল ছিঁড়িল এবার,
কে করে তরণী আর তীরে আকর্ষণ।

তাহাতে উঠিল ঘোর চিন্তার পবন,
মানসেরে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল,
করিল আকুল মেঘে হৃদয় গগন,
শূন্যময় চারিদিক আঁধার দেখিল।

মানসে বাসনা, বলি দুই চারি কথা
কাঁপিল কুসুমাধর শোক সমীরণে,
কণ্ঠ অবরোধ, হৃদে বাড়িল যে ব্যথা,
ভাসিল বদন বক্ষ অশ্রু বরিষণে ॥

কহিল কামিনী অতি কাতর ভারতী
"হৃদয় বল্লভ!" আমি দুখিনী রমণী,
তব রূপ গুণ শুনে মজেছিল মতি,
আশা নাহি পূরো কিন্তু বলিয়া যবনী।

এই হেতু ধরিলাম শূরবালা নাম,
শুনি পিতা মম ক্রোধে ত্যজিল কাননে
পরে পরমেশ পূর্ণ করি মনস্কাম,
আনিয়া দিলেন চির বাঞ্ছিত ভবনে।

কভু যদি উদয় হইত মম মনে,
যবনী বলিয়া যদি ত্যজ হে আমায়,
বিষ কীটে যেন হৃদি কাটি সেই ক্ষণে,
পাপিনীরে অধীরা করিত যাতনায়।

কোথা বিভো! অবলার বধিতে পরাণ,
বুঝি এই জাতিভেদ তুমি করেছিলে,

যদি করে থাক, তবে তুমি হে পাষাণ,
লীলা করিবারে কেন মোরে বাঁচাইলে।

সূতিকা আগারে ছিল জ্বলন্ত অনল,
সে অনলে যদি মাতঃ দিতে গো ফেলিয়া,
দেখিতে হতো না তবে এই ভূমণ্ডল,
সহিত না কোন দুখ দুখিনীর হিয়া।

অঞ্জনে রঞ্জন মাগো! করেছিলে আঁখি,
সে অঞ্জন কলঙ্ক হয়েছে মম মুখে,
না উঠে নয়ন জলে সর্ব্বদেহে মাখি,
দুখিনী কি চিরদিন কাটাইবে দুখে।

হায়! মম ভাবিয়া যে হৃদয় বিকল,
ধৈরয বন্ধন আর মানে না যে প্রাণ,
ফাটিয়া গেল রে বুক কি করিব বল,
এখন যে ফাটিল না এমনি পাষাণ!

দীনবন্ধো! দয়াময় তুমি অন্তর্যামী,
তোমার নিকটে কিছু নাই হে গোপন;
ভ্রমেও কপট যদি হয়ে থাকি আমি
অশনি আঘাতে হৌক এখনি পতন।

রত্নগর্ভা বসুমতি ! হও বিদারণ,
তব গর্ভে এই বার করি গো প্রবেশ,
চাহি না থাকিতে যথা সকল রতন,
মাটির গঠিত দেহ মাটি কর শেষ।

অবনীতে পুনরায় জন্ম যদি হয়
দয়াময় ! যেন আর না হই যবনী ;
কপালে যদ্যপি থাকে পুরাব হৃদয়
হয়ে পুনরায় এই প্রাণেশরমণী।

হৃদয় বল্লভ ! এই শেষ দেখা হলো,
কি ফল বলহে আর ধরিয়া জীবন ;
এই বার কুটিলা যবনী বুঝি মলো,
যবনী বলিয়া যেন ক'র হে স্মরণ।"

বলিতে বলিতে কথা সতীর লোচনে
একেবারে কোপানল উঠিল জ্বলিয়া,
রঞ্জিল কপোল দেশ লোহিত বরণে,
রত্ন আভরণ সব ফেলিল খুলিয়া।

তড়িৎ ছুটিল যেন প্রাচীরের পাশে,
উড়িল নিবিড় কেশ পবন উপর,

ঝটিকায় নীলমেঘ যেমন আকাশে;
স্বর্ণভুজে ভুজালি ধরিল ভয়ঙ্কর।

তুলিল মারিতে নিজ বক্ষের উপর,
নিরখি শিহরে বীরকেশের হৃদয়,
লম্ফ দিয়া পড়িল ধরিল দুটী কর,
"কর কি প্রেয়সি!" বলি ছুরি কাড়ি লয়।

অবশ হইল অঙ্গ শুকাল বদন,
মুদিল নয়ন-তারা বীরের রমণী
স্বর্ণলতা সম ভূমে হইল পতন,
নীরব রোদন নীরে তিতিল অবনী।

যেমন ক্ষণেকে মেঘ উদিলে গগনে
দশদিক পূর্ণ হয় ঘোর অন্ধকারে,
ছিন্ন ভিন্ন চারি দিক ঝটিকা পবনে
অশনির গভীর গর্জ্জন বারে বারে।

মুষলের ধারে বারিধারা বরিষণে
নীরব ঝটিকা বায়ু একেবারে হয়,
মিলায় নীরদ-মালা সুনীল গগণে,
তাহাতে উদয় শশী তারকা নিচয়।

তেমতি ভূপতি মনে ক্রোধ কাদম্বিনী
গরজি বরষি ধারা হইল গোপন।
প্রেমভরে নিরখি পতিতা প্রণয়িনী
হেমলতা সম কোলে তুলিল আপন।

আকুল অন্তরে বীর দুকূল লইয়া
প্রেয়সী নয়ন নীর মুছাইয়া দিল,
প্রেম ভরে বিধুমুখে চুম্বন লইয়া
কাতর বচনে তবে কহিতে লাগিল।

কেঁদনা কেঁদনা প্রিয়ে কেঁদনা হে আর,
তুমি লো সরলা বালা হৃদয়ের ধন,
না বুঝে করেছি আমি মন্দ ব্যবহার,
খেদ রবে মনে মনে যাবৎ জীবন।

কুটিল অন্তর মম, ধিক এ জীবনে,
অনর্থক প্রিয়া-মনে দিলাম বেদনা,
পাষাণে রচিল বিধি বুঝি মম মনে
যেহেতু প্রভেদ নাহি দেখি এক কণা।

কেঁদনা কেঁদনা, মম ক্ষম অপরাধ,
বুঝিনু নিতান্ত তুমি পতি প্রেমাধিনী,

বল বল কিবা তব আছে মনে সাধ,
নিকটে রয়েছি আমি করিব এখনি।”

এইরূপে নানারূপ সান্ত্বনা করিল,
মেলিল বিশাল নেত্র শূরবালা তবে,
মরি কি ! জবার রাগ তাহাতে ধরিল,
পতি প্রতি নিরখিয়া থাকিল নীরবে।

“উঠ লো সুন্দরি” ! বীর কহে পুনরায়,
“মধুর বচনে কথা কহ একবার,
যেইরূপ কটু ভাষা বলেছি তোমায়,
সেইরূপ আমারে লো বল বার বার।

তোমার রোদন দেখি বিদরিছে হিয়া,
এই দেখ আমার নয়নে পড়ে জল,
উঠ হেসে একবার কথা কও প্রিয়া,
রোদন দেখিলে লোকে কি ভাবিবে বল।”

এত বলি বিধুমুখে করিল চুম্বন,
ঈষৎ হাসির রেখা দরশন দিল,
প্রতিপদে শশিকলা উদয় যেমন:
পতিপাশে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

———

পয়ার।

এইরূপে প্রেয়সীর ভঙ্গ করি মান
মধুর বচনে তবে কহে মতিমান;
" শুনিয়াছি জনশ্রুতি, লোকে এই কয়
তব তাত বিশ্বাস-ঘাতক অতিশয়।
ছল বল কল আর নিপুণ কৌশলে,
ছুরি মেরে প্রভুপদ চুরি করে ছলে।
তাই শুনে মনে মনে সন্দেহ হইল,
বুঝি বা রোটাস লতে দুহিতারে দিল।
এখন সে সন্দেহের নাহি দেখি মূল,
অনুকূলে কেন তবে হই প্রতিকূল ?
আমার অনিষ্টে তাঁর ইষ্ট কি বা হয়,
বিশেষ আমার সহ তব পরিণয়।
জামাতা বলিয়া যদি মমতা না থাকে,
কিছু না পারিবে তবু দুহিতার পাকে।
হুমোর ডরেতে তায় কাতর আবার,
গোপনে কাননে বাস সহপরিবার।
এ সময় আশ্রয় তাহারে হয় দিতে,
কহ প্রিয়ে। অভিপ্রায় যে হয় বিহিতে।"

শুনি কয় শূরবালা মৃদু মৃদু হাসি,
" কি কহিব প্রাণনাথ আমি অবিশ্বাসী।
আমার কথায় যদি মন্দ ফল ফলে
চিরকাল খোঁটা দিবে আমারে সকলে।
আমার জনক এবে তোমার শ্বশুর,
কি জানিব শ্বশুর জামায়ে কতদূর।
তোমার বিচারে যাহা উচিত তা কর,
কিছুই না জানি আমি হৃদয়-ঈশ্বর।"
শুনি বীরকেশ তবে হাসি হাসি কয়
" এত অভিমান প্রিয়ে শোভা নাহি হয়।
শরদের মেঘ আর দম্পতি কলহে
বহু আড়ম্বর পরে কিছুই না রহে।
শ্বশুর আমার এবে হইবে আপন
জামাই আপন বল হয়েছে কখন?
পিতাপ্রতি দুহিতার স্নেহ চির জানি,
এই হেতু প্রেয়সি জিজ্ঞাসি হেন বাণী।"
এরূপে বিবিধরূপ বিচারিয়া বীর
শ্বশুরে আশ্রয় দান করিলেন স্থির।
বিপন্ন জনেরে দেয় আশ্রয় যে জন,
করুণা করেন তারে করুণা কারণ।

বিশেষতঃ ভূপতির এই ধর্ম্ম হয় ;
যা থাক্ কপালে, দিব তাঁহারে আশ্রয়।
এ দেশে এসেছে হুমো হেতু দিগ্বজয়,
কি জানি এ রোটাসে আক্রোশ যদি হয় !
সম্বন্ধ বন্ধনে সের চির বদ্ধ রবে,
অবশ্য আমার তায় উপকার হবে।
এত ভাবি সভাস্থলে করিল গমন,
লিপির উত্তর তবে লিখিল রাজন্।
" শুন হে নবাব বঙ্গ-পতি মহাশয় !
তব কথা শুনে মনে বড় দুখোদয়।
বিবাহ করেছি আমি তব দুহিতারে,
নির্ভয়ে এস হে তুমি আমার আগারে।
সহ তব পরিবার আর তব ধন,
নির্ভয়ে এখানে কর সময় যাপন।"
এত লিখি দূতে লিপি দিল তবে বীর ;
বাহুড়িল অনুচর নোয়াইয়া শির।

পঞ্চম সর্গ।

দেখা শুনা।

দিন চার পরে তার, শুন এক মনে,
হলো রাতি জ্বলে বাতী ভূপতি ভবনে।
পূর্ণ চাঁদ কাম ফাঁদ ফাঁদিল গগণে,
তার পাশে তারা হাসে হরষিত মনে।
মন্দগতি সদাগতি, কোলে রতিপতি,
শিরে তার গন্ধভার গুণে দিন পতি।
কার্য্য শেষ বীরকেশ করিয়া ভোজন,
কোলে রামা নিরুপমা করিল শয়ন।
কুস্বপন দরশন করিল রাজন্,
রক্ত বৃষ্টি যায় স্মষ্টি পবন নিস্বন।
উল্কা ঝাঁপে ভূমি কাঁপে ঘোর অন্ধকার
প্রলয় কালেতে যেন কালের আকার।
নাচিছে পিশাচ দানা প্রেত নানা ভূত,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ দেখিতে অদ্ভুত।
দীর্ঘ জটা কর্ণ কাটা বর্ণ ভয়ঙ্কর,
জ্বলন্ত অঙ্গার যেন নয়ন কোটর।

শাল কাঁটা সমদন্ত গোটা গোটা প্রায়,
লক্ লকি জিহ্বা, রক্ত ঢক্‌ঢকী খায়।
হুহুঙ্কার মহামার করে ঘোর স্বরে,
যমদণ্ড সমদণ্ডে লণ্ড ভণ্ড করে।
তার মাঝে আর এক রূপ অপরূপ,
নিরখি শঙ্কিত চিত সিহরিল ভূপ।
দাঁড়াইয়া রুদ্রদেব করে দোলে শূল,
আধ নিমীলিত আঁখি করে ঢুলুঢুল।
বিভূতি লেপিত কান্তি কিবা শ্বেত ছবি,
লুণ্ঠিত জটায় ফণী কুণ্ঠিতা জাহ্নবী।
ললাট ফলকে শশী ধক্ ধক্ জ্বলে;
কটিতটে বাঘাম্বর অস্থি মালা গলে।
ডিমি ডিমি বাজে করে ডমরু গভীর,
বীরকেশ হেরি মনে হইল অধীর।
অট্ট অট্ট হাসি রুদ্র কহিলেন বাণী,
কি রূপ তোমার বুদ্ধি কিছুই না জানি।
" শুনরে অবোধ! তোর মন্ত্রী যা বলিল,
অবশেষে তোর ভাগ্যে তাহাই ঘটিল।
ওই দেখ্ চেয়ে সের সিংহ অবতার
একে বারে তোর পুরী করে ছার খার।

তোর চেয়ে তোর রামা বুদ্ধিমতী অতি,
নিতান্ত সরলা বালা পতি প্রতি মতি।
শাঁপেতে হইয়া ভ্রষ্ট গন্ধর্ব্ব রমণী
অবনীতে জন্ম নিল, হইল যবনী।
একাধারে সাবিত্রী কমলা পেয়েছিলি
নিজ দোষে তাহা কিন্তু রাখিতে নারিলি
ললাটে যা ছিল তোর ঘটিল রে তাই,
তোরে ছাড়ি এবে আমি অন্য দেশে যাই।"
এত বলি ভূত সহ করিল গমন,
আতঙ্কে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন।
বাজিল শ্রবণে ধ্বনি সেই রূপ প্রায়
স্বপনে কি জাগরণে কে বুঝিবে তায়।
হেথা শুন সমাচার দুর্গ বহির্ভাগে,
শিবিকা সহস্রাধিক দ্বারদেশে লাগে।
মনোহর আবরণে ঢাকা সমুদয়,
আগু পিছু আছে মাত্র দুই চারি হয়।
মৃদু করে গোটাকত জ্বলিতেছে বাতী।
অশ্ব পরে শূর, শুর-সের চলে সাতি।
শিরেতে কিরীট শোভে কক্ষে প্রহরণ,
শ্মশ্রু তার বদন করেছে আবরণ,.

দ্বারদেশে গিয়া সের প্রহরীকে বলে,
"দ্বার ছাড় দুর্গে মোরা যাইব সকলে।"
জনেক তখন গিয়া মন্ত্রীবর পাশে,
সের আগমন বার্ত্তা কহিল তরাসে।
শুনি মীনকেতু তথা করিল গমন;
কহিল নবাবে অতি মধুর বচন।
"রাজার শ্বশুর! বঙ্গ-বেহারের পতি!
তব আগমনে সবে হরষিত অতি।
রাজনীতি মতে কিন্তু কহি যে তোমারে,
দেখিব কি আছে তব শিবিকা মাঝারে!
অবশেষে অনায়াসে করহে গমন;
কেহ নাহি তোমারে করিবে নিবারণ।
সলিলে কি আছে তাহা না ক'রে সন্ধান,
উচিত না হয় তাহা করিবারে পান।
অতল জলধি জলে জ্বলে রত্ন কত,
সেই জলে জলজন্তু রহে শত শত।"
শুনিয়া কহেন সের "শুন মহাশয়
মুসলমানের হেন রীতি কভু নয়।
জেনানা মহলে যারা বিহঙ্গিনী মত
যাবত জীবন বদ্ধ রয়েছে নিয়ত;

পরপুরুষের মুখ দেখিতে না পায়,
যাহাদের খোজার পাহারা পায় পায়,
এমন ফুলের কেবা পায় দরশন ;
মন্ত্রীবর নহে তব বিহিত বচন।
অবিশ্বাস করে যদি কথা নাহি মান,
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে কেন হই অপমান ?
দুই চারি কথা বলি তোমাদের ভূপে
ফিরিয়া যাইব পুন আমরা এ রূপে।''
মন্ত্রী কহে "শুনহে নবাব মহাশয়,
কার্য্যকালে হেন কথা উপযুক্ত নয়।
বিশেষতঃ পড়িয়াছ বিপদে এখন,
এ সময়ে অভিমান নহে সুশোভন।
যদি সমুদায় নাহি দেখাইতে দাও।
মাঝে মাঝে কিয়দংশ তবে হে দেখাও॥"
এমন সময়ে শুন কথা অপরূপ,
শিবিকায় দেখা দিল নিরুপম রূপ।
ধীরে ধীরে যবনিকা উত্তোলন করি
নিরখিছে দুই চারি রমণী সুন্দরী।
জলধর মুক্ত শশ-ধর সমতুল,
সেরূপ দেখিলে যোগী যোগে হয় ভুল।

কিবা সে আঁখির ভাব মৃগ লাজ পায়,
সুবর্ণ সুবর্ণে জিনে বদন প্রভায়।
নিরখিয়া মীনকেতু মনে মনে কয়,
অনুমানে বুঝি ইহা প্রবঞ্চনা নয়।
তবু রাজনীতি আমি করিব পালন,
শিবিকায় কিবা আছে দেখিব এখন।
সের খাঁ কহেন "শুন মন্ত্রী মহাশয়,
লাচারে পড়েছি কর বিচারে যা হয়।"
শুনি মন্ত্রী যবনিকা করি উত্তোলন
একে একে করিতে লাগিল দরশন।
দেখে, অবগুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতা নারীচয়,
অঙ্গ পরশনে সাধ্য কিন্তু নাহি হয়।
এই রূপে শতাধিক করি দরশন
কহিতেছে মীনকেতু হরষিত মন।
"করিলাম যাহা রাজ-মন্ত্রীর উচিত,
একারণ চিতে নাহি হও বিষাদিত।
এখন আনন্দে দুর্গে করহে গমন,
দেখাইয়া দাও তব কিবা আছে ধন।
সযতনে সমুদায় রাখি ধনাগারে;
তব প্রয়োজনে পুন দিবহে তোমারে।"

শুনি সের নিজ ধন দেখাইয়া দিল
প্রফুল্ল অন্তরে দুর্গে প্রবেশ করিল।
রজনী হইল ঘোর শোভা মনোহর,
পুরবাসী সবে ঘোর ঘুমেতে কাতর।
সতর্ক প্রহরী চৌকি দেয় কোন খানে;
খাটিয়ায় নিদ্রা যায় সিপাহী অজ্ঞানে।
ভাণ্ডারে সমস্ত ধন রাখিবার হেতু,
এদিকে হলেন ব্যস্ত মন্ত্রী মানকেতু।
হেন কালে শুন কথা অতি ভয়ঙ্কর
দুর্গ মাঝে তুরী ভেরী বাজে ঘোরতর।

দামামা ডম্ফ বাজে, দামামা ডম্ফ বাজে,
জগঝম্প অতি ভয়ঙ্কর।
তুরি ভেরী ঝর্ঝরী ঝনরী উচ্চস্বর॥
অতঃপর শুন কথা, অতঃপর শুন কথা,
মহারথী শত শত শত।
অমনি শিবিকা হতে হইল নির্গত॥
দুলিছে তরবারী, দুলিছে তরবারী,
দীর্ঘ দাড়ী বিভীষণ বেশ,
লম্ফ দিয়া চলে, কম্পমান করি দেশ॥

শিবিকায় কুলবধূ,   শিবিকায় কুলবধূ,
জিনি বিধু মধুমাখা বাণী।
কেমনে এমন বেশ   কিছুই না জানি॥
ঘুরিছে বন্ বন্,   ঘুরিছে বন্ বন্,
অস্ত্রগণ ঝন্ ঝনা উঠে।
তীর-তারা সম তারা   চারিদিকে ছুটে॥
বিভীষণ ব্যাঘ্রদলে,   বিভীষণ ব্যাঘ্রদলে,
মেষপালে পশি যেই মত।
ছিন্ন ভিন্ন করে খণ্ড   খণ্ড শত শত॥
তেমতি ধূর্ত্ত অরি,   তেমতি ধূর্ত্ত অরি,
যেন হরি করি চীৎকার।
পুরবাসীগণে অস্ত্র   করিছে প্রহার॥
উঠিল সুপ্ত সেনা,   উঠিল সুপ্ত সেনা,
শত্রু জেনা কঠিন এখন।
প্রাণ পণে তবু তারা করিতেছে রণ॥
হতেছে কাটা কাটী,   হতেছে কাটাকাটী,
কান্নাহাটী উঠে হাটে বাটে।
" লিখেছিলি ওরে বিধি এই কি ললাটে ?"
ঝাপটে ঝটাপট্,   ঝাপটে ঝটাপট্,
লটাপট ভূমিতলে পড়ে।
অস্ত্রহীন, করে রণ কিল আর চড়ে॥

কাহার হস্ত কাটা, কাহার হস্ত কাটা
মাথা কাটা গড়াগড়ি যায়।
এখনি শয্যায় সুখে শুয়ে ছিল হায়!
রুধিরে উঠে ঢেউ, রুধিরে উঠে ঢেউ,
ডাকে ফেউ ফেরুপাল যত।
হায়! নিমেষের মাঝে হল কত হত॥
এদিকে বীরকেশ, এদিকে বীরকেশ,
ভীমবেশ হয়ে জাগরণ।
রণকোলাহল তবে করিল শ্রবণ॥

বীরকেশের যুদ্ধ।

তবে শুনি ধ্বনি নৃপমণি গণি পরমাদ।
মনে মনে হয় অতিশয় হরিষে বিষাদ॥
উঠি তড়িৎ গমনে ধরে প্রখর কৃপাণ।
পরে সুপ্ত-বধূ-মুখ-বিধু এক দৃষ্টে চান॥
ভাবে আহা কি সরল ভাব প্রেমের আকর।
কিবা মুদিত নয়ন নীল ঘুমেতে কাতর॥
ভাবে প্রিয়াসহ এই বুঝি ছাড়াছাড়ি শেষ।
প্রিয়ে! বাহিরে ঘটিল কিবা নাহি জান লেশ॥

তবে এত বলি মহাবলী তারা হেন ছুটে।
মুখে "যবনে মার রে" এই রবমাত্র উঠে॥
কিবা কর্দম সমান দুই লোহিত লোচন।
কিবা রণকালে ভীমসেন ভীষণ বদন॥
দেখে সে বিক্রম পরাক্রম গভীর গর্জ্জন।
কত মৃগরাজ পায় লাজ করে পলায়ন॥
কিবা বিশাল উরস, বাহু দীর্ঘ দৃঢ় স্থূল।
যেন পাষাণে গঠিত, দেখে ডরে অরিকুল॥
অতি বীরদাপে ধরা কাঁপে চলে মহামার।
প্রায় তরুণ অরুণ ছবি লোহিত আকার॥
বলে "শুন্‌রে করিদ শঠ দুষ্ট দুরাচার।
ধিক্ এই কিরে ছিল তোর মনে এইবার?
ধিক্ রাজ্য কিরে হবে তোর পথের সম্বল?
তুই ব্রহ্মাণ্ডপতির কাছে কি বলিবি বল্?
আয় আয়রে যবন যে'রে কেহরে সময়।
আজি দেখিব পুরুষ বাহুতে কত বল ধর॥"
তবে বলিতে বলিতে কথা বিশাল-লোচনে।
কিবা জ্বলিল প্রলয় অগ্নি শঙ্কা হয় মনে॥
বলে দুরাইয়া তরবার বিদ্যুতের প্রায়।
কাটে কাটাকাটি দুই হাতে সম্মুখে যা পায়॥

কভু জানু পাতি তুলে ছাতি উচা করে শির।
কভু লম্ফ দিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে বীর॥
বীর ক্ষণে ঝোঁকে ক্ষণে রোখে চপলা চরণে।
বাহ্য জ্ঞান হীন, দীর্ঘ অসি ঘুরায় সঘনে॥
যেন বারিধারা অস্ত্রধারা পড়ে তাঁর গায়।
করি তুচ্ছ মনে [illegible] রণ-মুখে ধায়॥
বহে রক্ত স্রোত অবিরত সর্ব্ব কলেবরে।
তায় বহে স্বেদ বারি [illegible] উপরে॥
ক্রমে দেখিতে লাগিল নেত্রে ঘোর অন্ধকার,
হলো দুর্ব্বল শরীর নাহি চলে তলোয়ার।
বীর পড়িল ধরণী'পরে মূর্চ্ছা [illegible]।
করে পড়ে খসি দীর্ঘ অসি [illegible]॥
হায়! উঠিল দুর্গের মাঝে হাহাকার ধ্বনি।
"নাথ! কোথা গেলে সবে [illegible] নৃপমণি॥
নাথ! প্রাণ যায় [illegible] উঠ একবার।
দেখ কি দশা করিয়া তুমি গেলে [illegible]।"॥

পয়ার।

এইরূপে পুরী মাঝে উঠে হাহাকার।
হইল [illegible] দুর্গ [illegible] অধিকার॥

দুষ্ট দুরাচার কুটিল যবন।
...ত কি হবে না তোরে শমন ভবন ?
তুই কি অমর ওরে তুই কি অমর ?
থাকিবি কি চিরদিন রাজ্যের ঈশ্বর ?
সরল ধর্ম্মের কিরে এই পুরস্কার ?
জাননা কি এক দিন হবি ছার খার ?"
এদিকে যবনবালা হয়ে জাগরিত,
শ্রবণ করিল পতি মৃত্যু বিপরীত।
অমনি রমণী হয়ে বজ্রাহত প্রায়,
মূর্চ্ছাগত একেবারে পড়িল ধরায়।
সখীগণ ভাব দেখি উভরড়ে ধায়,
শিরে করাঘাত করে বলে হায় হায়।
কেহ বা ত্বরিতে বারি আনি দেয় মুখে,
কেহ বা আপন কর বুলাইছে বুকে।
কেহ বা সুগন্ধ নীর সিঞ্চে বার বার,
...হ বা ব্যজন হেলাইছে অনিবার।
... ধরি উঠাইতে চায় কোন জন,
...ন সখী সচকিতে করে নিবারণ।
...পে সঙ্গিনীগণ করিল বিস্তর,
...হিল সোণার দেহ ধূলায় ধূসর।

ক্রমে সংজ্ঞা পেয়ে বালা চপলার প্রায়,
নয়নে অনল জ্বলে উঠিয়া দাঁড়ায়।
আলু থালু কেশ জাল পড়েছে পৃষ্ঠদেশে,
আধ উলঙ্গিনী প্রায় পাগলিনী বেশে।
যথায় পতিত পতি বীর চূড়ামণি,
সেইখানে উপনীত হইল রমণী।
নিরখি পতির মুখ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে,
আকুল নয়নে ধারা অবিরল ঝরে।
শোকের আগুন তাঁর দ্বিগুণ হইল;
বসন ভূষণ ছিঁড়ে ফেলিতে লাগিল।
ভিতরে অনল জ্বলে বাহিরেতে জল,
অসম্ভব নহে যথা আগ্নেয় অচল
শিখর হিমাদ্রি ঢাকি সলিল আকারে
অনর্গল বহে অচলের চারি ধারে।
বলে "কোথা প্রাণনাথ হৃদয়ের ধন,
দাসীরে ত্যজিয়া কোথা করিলে গমন।
করেছি কি অপরাধ তব পদতলে,
বল কেন ওহে নাথ পড়িয়া ভূতলে।
একবার চেয়ে দেখ অধীনীর পানে,
উঠে বস কেন মিছা কর [illegible]।